রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, জানুয়ারী ১২, ১৯৯১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পুলিশ শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪শে পৌষ, ১৩৯৭/৮ই জানুয়ারী ১৯৯১

নং এস, আর, ও নং ২২-আইন/৯১—Armed Police Battalions Ordinance, 1979 (XXV of 1979) এর ধারা 14 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা।—এই বিধিমালা আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান বিধিমালা, ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অধঃস্তন কর্মকর্তা" অর্থ কোম্পানী সহ-অধিনায়ক, ইন্সপেকটর, এ্যাডজুটেন্ট, প্লাটুন অধিনায়ক, কোয়ার্টার মাষ্টার/এডজুটেন্ট, সেকশন অধিনায়ক ও সেকশন সহ-অধিনায়ক;

(খ) "আইন" অর্থ Armed Police Battalions Ordinance, 1979 (XXV of 1979);

(গ) "আদালত" অর্থ আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত স্পেশাল কোর্ট বা সামারি কোর্ট;

(ঘ) "উর্ধতন কর্মকর্তা" কোয়ার্টার মাষ্টার/এ্যাডজুটেন্ট পদের উপরের কোন কর্মকর্তা;

(ঙ) "কর্মকর্তা" অথ উর্ধতন কর্মকর্তা ও অধঃস্তন কর্মকর্তা;

(চ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ উর্ধতন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে সরকার বা সরকার হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা এবং অধঃস্তন কর্মকর্তা ও সশস্ত্র পুলিশ সদস্যদের

মূল্য : টাকা ১·২০

ক্ষেত্রে মহা-পুলিশ পরিদর্শক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার অধঃস্তন কোন কর্মকর্তা ;

(ছ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল।

(জ) "নিয়োগকারী কতৃ পক্ষ" অর্থ—

(অ) উর্ধতন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে সরকার বা সরকার হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কমকর্তা;

(আ) অধঃস্তন কর্মকর্তা ও সশস্ত্র পুলিশ সদস্যদের ক্ষেত্রে মহা-পুলিশ পরিদর্শক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(ঝ) "পুলিশ' অর্থ Police Act, 1861 (V of 1861) এর অধীন নিযুক্ত পুলিশ;

(ঞ) "পদ" অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ;

(ট) "বাছাই বোর্ড" অর্থ উর্ধতন কর্মকর্তার নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার এবং অধঃস্তন কর্মকর্তা ও সশস্ত্র পুলিশ সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মহা পুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক গঠিত বাছাই বোর্ড;

(ঠ) "বাহিনী" অর্থ আইনের অধীন গঠিত সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়ন;

(ড) "মহা-পুলিশ পরিদর্শক" অর্থ Inspector General of Police;

(ঢ) "সদস্য" অর্থ বাহিনীর কোন সদস্য;

(ণ) "সেকশন" অর্থ আইনের কোন Section ;

৩। বাহিনীর সংগঠন, ইত্যাদি।—(১) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক ব্যাটালিয়ন সমন্বয়ে বাহিনী গঠিত হইবে।

(২) বিভিন্ন শ্রেণীর কমকর্তা ও সশস্ত্র পুলিশ সদস্য সমন্বয়ে একটি সশস্ত্র পুলিশ ব্যাটালিয়ন গঠিত হইবে।

(৩) প্রত্যেক ব্যাটালিয়ন একজন অধিনায়কের নেতৃত্বে থাকিবে ।

(৪) প্রত্যেক ব্যাটালিয়নের সহ-অধিনায়ক ও তন্নিম্নস্থ কর্মকর্তা ও সশস্ত্র পুলিশ সদস্যদের সংখ্যা, সরকারের পূবানুমোদনক্রমে, মহা পুলিশ পরিদর্শক নির্ধারণ করিবেন।

৪। কোম্পানী, প্লাটুন এবং সেকশন।—(১) প্রত্যেকটি ব্যাটালিয়নে পাঁচটি কোম্পানী থাকিবে, যাহার মধ্যে চারটি হইবে রাইফেল কোম্পানী এবং একটি হইবে হেড কোয়ার্টার কোম্পানী।

(২) প্রত্যেক রাইফেল কোম্পানী একজন কোম্পানী-অধিনায়ক এবং হেড কোয়ার্টার কোম্পানী একজন কোয়ার্টার মাস্টার এর নেতৃত্বে থাকিবে।

(৩) প্রত্যেকটি রাইফেল কোম্পানী তিনটি প্লাটুন এবং প্রত্যেকটি প্লাটুন তিনটি সেকশন সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৪) প্রত্যেক প্লাটুনের নেতৃত্বে থাকিবেন একজন প্লাটুন অধিনায়ক এবং প্রত্যেকটি সেকশনের নেতৃত্বে থাকিবেন একজন সেকশন অধিনায়ক।

(৫) হেড কোয়ার্টার কোম্পানী নিম্নবর্ণিত চারটি প্লাটুনের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(১) যানবাহন প্লাটুন;

(২) প্রশাসনিক প্লাটুন;

(৩) বেতার যোগাযোগ প্লাটুন;

(৪) প্রশিক্ষণ ও সংরক্ষণ প্লাটুন;

৫। দৈবকালীন রিজার্ভ (কেজুয়ালটি রিজার্ভ)।—প্রত্যেক ব্যাটালিয়নের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক অধঃস্তন কর্মকর্তা দৈবকালীন রিজার্ভ হিসাবে থাকিবে।

৬। নিয়োগ পদ্ধতি।—(১) তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দান করা যাইবে, যথাঃ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে;

(গ) বদলীর মাধ্যমে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন—

(ক) মহা-পুলিশ পরিদর্শক যে সময়সীমা নির্ধারণ করিবেন সেই সময়সীমা পর্যন্ত যে কোন পদ পুলিশের সদস্যদের বদলীর মাধ্যমে পূরণ করা যাইবে, এবং

(খ) এই বিধিমালা প্রণয়নের পূর্বে যে সকল বদলী করা হইয়াছে তাহা এই বিধিমালার বিধান মোতাবেক করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) কোন পদের জন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকিলে, এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে উল্লিখিত বয়সসীমার মধ্যে না হইলে, তাহাকে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের নির্দেশ অনুসারে কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে উক্ত বয়সসীমা শিথিলযোগ্য হইবে।

৭। সরাসরি নিয়োগ।—(১) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন;

(গ) বাছাই বোর্ডের সুপারিশকৃত না হন।

(২) কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যে পযন্ত না উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত—

(ক) ব্যক্তিকে মহা-পুলিশ পরিদর্শক কতৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা পর্যদ বা চিকিৎসা কর্মকর্তা স্বাস্থ্যগতভাবে উক্ত পদের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যায়ন করেন;

(খ) ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযথ এজেন্সীর মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে, বাহিনীর চাকুরীতে নিয়োগ লাভের জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

৮। পদোন্নতির ও বদলীর মাধ্যমে নিয়োগ।—(১) বাছাই বোর্ডের সুপারিশ বিবেচনা করিয়া নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ পদোন্নতির মাধ্যমে বা বদলীর মাধ্যমে কোন পদে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) বাছাই বোর্ড অন্যূন তিন সদস্যবিশিষ্ট হইবে।

(৩) পদোন্নতির জন্য জ্যেষ্ঠতা ও ভাল চাকুরীর রেকর্ডই বিবেচ্য হইবে।

(৪) নিয়োগকারী কতৃপক্ষ স্থিরীকৃত বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কোন ব্যক্তি পদোন্নতির জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন না।

৯। শিক্ষানবিস ও বিভাগীয় পরীক্ষা।—(১) কোন পদে নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষানবিসকালে থাকিবে এবং উহা পুলিশ রেগুলেশনের বিধান অনুসারে পারিচালিত হইবে।

(২) সকল শ্রেণীর কর্মকর্তার বিভাগীয় ও শিক্ষানবিস পরীক্ষা পুলিশ রেগুলেশনস এর বিধান অনুসারে পরিচালিত হইবে।

১০। বদলী।—(১) মহা পুলিশ পরিদর্শক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বাহিনীর যে কোন কর্মকর্তাকে বদলী করিতে পারিবেন এবং তিনি যে কোন ব্যাটালিয়ন বা কোম্পানী প্লাটুনকে দেশের অভ্যন্তরে যে কোন স্থানে স্থানান্তরিত কিংবা অন্য কোন ব্যাটালিয়ন বা কোম্পানী প্লাটুনের সহিত সাময়িকভাবে সংযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) ব্যাটালিয়ন বদলীকৃত পুলিশের সদস্যদিগকে বদলীর নির্ধারিত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর মহা-পুলিশ পরিদর্শক পুনরায় পুলিশের যে কোন ইউনিটে বদলী করিতে পারিবেন।

১১। মহা-পুলিশ পরিদর্শকের দায়িত্ব।—মহা-পুলিশ পরিদর্শক বাহিনীর সুষ্ঠু পরিচালনা ও প্রশাসনের জন্য সরকারের নিকট দায়ী থাকিবেন।

১২। অধিনায়কের দায়িত্ব।—মহা-পুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশ সাপেক্ষে, অধিনায়ক—

(ক) তাঁহার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও সশস্ত্র পুলিশ সদস্যদের প্রশাসন, প্রশিক্ষণ, শৃংখলা নিরাপত্তা ও কল্যাণজনিত সকল বিষয়ের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) ব্যাটালিয়নের খরচের সুষ্ঠু হিসাব রক্ষণ এবং ব্যাটালিয়ানের খরচ যাহাতে বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত না হয় উহার নিশ্চয়তা বিধান করিবেন;

(গ) ব্যাটালিয়নের জন্য সরবরাহকৃত রেশন ও খাদ্য যাহাতে অনুমোদিত মানের হয় উহার নিশ্চয়তা বিধান করিবেন;

(ঘ) অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং ষ্টোরের যাবতীয় জিনিষের নিরাপত্তা ও যথাযথ হিসাব ও রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করিবেন;

(ঙ) তাহার ব্যাটালিয়নের অধীন ও প্লাটুন তদারক করিবেন এবং উহাতে অনিয়ম যদি থাকে, যথাশীঘ্র সম্ভব মহা-পুলিশ পরিদর্শককে অবহিত করিবেন।

(চ) তাঁহার ব্যাটালিয়নে যাহাতে কোন প্রকার অসন্তোষ, কোন্দল, বিদ্রোহ বা রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিবেন;

(ছ) তাঁহার অধীনস্থ কর্মকর্তা ও সশস্ত্র পুলিশ সদস্যদের মধ্যে সরকারী বাসস্থান বরাদ্দ করিবেন এবং এই সব বাসস্থানের মেরামত করাইবেন ;

(জ) ব্যাটালিয়নের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্য করিবেন;

(ঝ) ব্যাটালিয়ন সদস্যদের ক্রীড়ার মানোন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিবেন;

(ঞ) তাহার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

১৩। সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব।—(১) অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে অধিনায়ক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে বা অধিনায়কের পদ শূন্য হইলে সহ-অধিনায়ক অধিনায়কের সকল দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অন্যান্য সময়ে তিনি অধিনায়কের কাজে সহায়তা করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত দায়িত্ব ছাড়াও সহ-অধিনায়ক নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবেন, যথাঃ—

(ক) তাহার অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা, সশস্ত্র পুলিশ সদস্য এবং অন্যান্য কর্মচারীর বেতন, ভাতা অন্যান্য লেনদেন সংক্রান্ত হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) ব্যাটালিয়নের বাজেট সংক্রান্ত কার্যাবলী;

(গ) ব্যাটালিয়নের অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারুদ এবং অন্যান্য ষ্টোরের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঘ) ব্যাটালিয়নের সার্বিক নিরাপত্তাজনিত কাজ;

(ঙ) উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক অন্যান্য কাজ।

১৪। কোম্পানী কমাণ্ডার এর দায়িত্ব।—কোম্পানী কমাণ্ডার—

(ক) প্লাটুন অধিনায়ক ও সেকশন অধিনায়কসহ তাহার অধীনস্থ সকল কর্মকর্তা ও সশস্ত্র পুলিশ সদস্যদিগের প্রশিক্ষণ, শৃংখলা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করিবেন এবং এতদসংক্রান্ত ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন প্রত্যেক মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সহ-অধিনায়ক এর বরাবরে পেশ করিবেন।

(খ) সপ্তাহে দুই দিন তাহার অধীনস্থ সশস্ত্র পুলিশ সদস্যদের অভিযোগ, যদি থাকে এর ভিত্তিতে শুনানী গ্রহণ করিবেন;

(গ) কোম্পানীর সদস্যদের জন্য একটি ছুটির রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিবেন এবং সদস্যগণ তাঁহার পাওনা ছুটি ভোগ করিয়াছেন কি না সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন;

(ঘ) কোম্পানীর মেসের হিসাব পুখানুপুংখভাবে দেখিবেন এবং খাদ্যের মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করিবেন;

(ঙ) বিধি অনুযায়ী কোম্পানীর সদস্যদের পদোন্নতি দানের জন্য অধিনায়ক এর নিকট সুপারিশ করিবেন;

(চ) কোম্পানী বাহিরে থাকাকালীন সময়ে উহার সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন ও সমন্বয় সাধনের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং অধিনায়কের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবেন;

(ছ) কোম্পানীর ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত যানবাহনের সুষ্ঠু ব্যবহার ও হিসাবের জন্য দায়ী থাকিবেন ;

(জ) কোম্পানীর সদস্যদের কল্যাণে ও ক্রীড়ার মানোন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করিবেন;

(ঝ) কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক অন্যান্য কর্তব্য সম্পন্ন করিবেন।

১৫। কোয়ার্টার মাস্টার এর দায়িত্ব।—কোয়ার্টার মাস্টার বাহিনীর সদর দপ্তরে অধিনায়কের ষ্টাফ অফিসার এবং হেড কোয়ার্টার কোম্পানীর অধিনায়ক হইবেন এবং তিনি—

(ক) বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করার ও উহাদের পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ ও হিসাব সংরক্ষণ এর দায়িত্ব পালন করিবেন;

(খ) বাহিনীর পোষাক-পরিচ্ছেদ সংগ্রহ, সেলাই, বিতরণ ও উহাদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করিবেন;

(গ) চুক্তি মোতাবেক রেশন সামগ্রীর সরবরাহকারী কর্তৃক উহা যথাসময়ে সরবরাহকরণ নিশ্চিত করিবেন;

(ঘ) বাহিনীর ভূমি ও ইমারতের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং বাসা বরাদ্দ সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করিবেন ;

(ঙ) বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে কর্মরত কুক, সুইপার, পানিবাহক এবং অনুরূপ অন্যান্যদের ডাক্তার কর্তৃক প্রতিমাসে স্বাস্থ্য পরীক্ষাকরণ নিশ্চিত করিবেন;

(চ) বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে ক্যান্টিনের সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিবেন;

(ছ) বাহিনীর কল্যাণ কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন;

(জ) বাহিনীর সৈনিক রেশন কনজামশন এর হিসাব তদারক করিবেন;

(ঝ) প্লাটুনিয়নের রিজার্ভ অফিসের কার্যাবলী দ্রুত ও সুষ্ঠু সম্পাদন নিশ্চিত করিবেন;

(ঞ) ঊর্ধতন কর্মকর্তার নির্দেশ মোতাবেক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

১৬। এ্যাডজুটেন্ট এর দায়িত্ব।—এ্যাডজুটেন্ট বাহিনীর সদর দপ্তরে অধিনায়কের ষ্টাফ অফিসার হইবেন এবং তিনি বাহিনীর সদর দপ্তরে উপস্থিত সকল কোম্পানী, প্লাটুন ও সেকশন সদস্যদের নিয়মিত কুচকাওয়াজ, প্রশিক্ষণ ও খেলাধূলা তদারক করিবেন,

উহাদের মান উন্নয়নের অধিনায়কের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৭। হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা।—ব্যাটালিয়নের নগদ টাকা, নগদ হিসাব, জামানত বাজেট প্রণয়ন, বাজেট নিয়ন্ত্রণ, বিবিধ খরচ, আনুষংগিক খরচের খাতা, বিল, ভ্রমন ভাতা অগ্রিম, উদ্বৃত্ত, অগ্রিম বেতন প্রদান, রেশন হিসাব, পি,এল, হিসাব, যাবতীয় ষ্টোরের হিসাব, হিসাব নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশের ব্যাপারে যে সকল বিধি ও নীতিমালা প্রযোজ্য হয় সেই সকল বিধি ও নীতিমালা প্রযোজ্য হইবে।

১৮। নিরাপত্তা কমিটি।—(১) প্রত্যেক ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টারে একটি নিরাপত্তা কমিটি থাকিবে এবং উহা মহা-পুলিশ পরিদর্শকের সহিত আলোচনাক্রমে ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক, তৎকর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে, গঠন করিবেন।

(২) নিরাপত্তা কমিটি—

(ক) ব্যাটালিয়নের সদস্যগণ যাহাতে নিরাপত্তাজনিত সকল আদেশ বা নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করে তজ্জন্য দায়ী থাকিবেন।

(খ) ব্যাটালিয়নের দাপ্তরিক দলিল পত্র, অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য ষ্টোরের গোপনীয়তা রক্ষা এবং উহাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(গ) ব্যাটালিয়নের সকল শ্রেণীর সদস্যদের জন্য নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং উহা পরিচালনা করিবেন।

(ঘ) কোন ব্যাটালিয়ন সদস্যদের রাষ্ট্র বা ব্যাটালিয়নের স্বার্থের হানিকর বা শৃংখল বিরোধী বা নাশকতামূলক কার্য্যকলাপ সম্পর্কে অধিনায়ককে অবহিত করিবে।

(ঙ) বাহিনীর নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ যে কোন কার্য্যকলাপ হইতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক রাখিবে।

(চ) বাহিনীর নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

১৯। বাসস্থান।—বাহিনীর কর্মকর্তা ও সশস্ত্র পুলিশ সদস্যগণ তাহাদের বাসস্থানের ব্যাপারে পুলিশের কর্মকর্তা ও সদস্যদের মত একই সুযোগ ও সুবিধা পাইবেন এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশের জন্য প্রযোজ্য যাবতীয় আইন-কানুন ও বিধি-বিধান বাহিনীর কর্মকর্তা ও সশস্ত্র পুলিশ সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২০। মেস সুবিধা।—(১) প্রত্যেক অধঃস্তন কর্মকর্তা এবং সশস্ত্র পুলিশ সদস্যকে বিনা মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা হইবে।

(২) মহা-পুলিশ পরিদর্শক, সরকারের সহিত আলোচনাক্রমে, বাহিনীর সদস্যদের নৈমিত্তিক খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন।

(৩) বাহিনীর কর্মকর্তা ও সশস্ত্র পুলিশ সদস্যদের অসুস্থতার সময় বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণের সময় অতিরিক্ত খাদ্য অথবা খাদ্যের বিকল্প মঞ্জুর করার ব্যাপারে অধিনায়ক, মহা-পুলিশ পরিদর্শকের পরামর্শক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২১। মেস কমিটি।—(১) অধঃস্তন কর্মকর্তা ও সশস্ত্র পুলিশ সদস্যদের খাদ্য পরিবেশন তদারকীর জন্য অধিনায়কের মনোনীত অধঃস্তন কর্মকর্তা এবং সশস্ত্র পুলিশ সদস্য সমন্বয়ে মেস কমিটি গঠিত হইবে।

(২) প্রতি পনর দিন অন্তর মেস কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। মেস কমিটির সভায় পরবর্তী পনর দিনের খাদ্য তালিকা তৈরী করা হইবে, পরিবেশিত খাদ্যের ব্যাপারে অভিযোগ, যদি থাকে, বিবেচনা করা হইবে এবং সিদ্ধান্ত দেওয়া হইবে।

২২। রেশন।—(১) কর্মকর্তাসহ বাহিনীর সকল সদস্য তাহাদের নিজেদের জন্য এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ ও মূল্যে রেশন পাইবেন।

(২) মহা-পুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক নির্ধারিত স্থান হইতে উত্তোলনের শর্তসাপেক্ষে, নিজ পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন বাহিনীর কোন সদস্যের পরিবারকে রেশন মঞ্জুর করা হইবে।

(৩) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নে নিয়োজিত লঞ্চক্রু, মেডিকেল ও মিনিস্টিরিয়াল স্টাফ নির্ধারিত হারে মূল্য পরিশোধে রেশন সুবিধা পাইবেন।

(৪) এই বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রেশনে প্রদেয় খাদ্য সরবরাহ গুদামে উহাদের মজুত থাকার উপর নির্ভর করিবে।

২৩। সমরাস্ত্র কমিটি ইত্যাদি।—(১) সমরাস্ত্র কমিটি নামে প্রত্যেক ব্যাটালিয়নে একটি কমিটি থাকিবে যাহা অধিনায়ক কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) প্রচলিত পুলিশ রেগুলেশনের অধীনে পুলিশের সমরাস্ত্র, সাজ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য গঠিত কমিটির মত সমরাস্ত্র কমিটি বাহিনীর সমরাস্ত্র কমিটি বাহিনীর সমরাস্ত্র হিসাব ও সাজ সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্ব পালন করিবে।

২৪। অস্ত্র-শস্ত্র এবং গোলাবারুদ ইত্যাদি।—(১) প্রত্যেক ব্যাটালিয়ন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র এবং গোলাবারুদের মঞ্জুরী পাইবে।

(২) পুলিশের অস্ত্র, গুলি, বারুদ ও গ্যাস সামগ্রীর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবহার, হিসাব রক্ষণের ব্যাপারে যে সকল নিয়ম-কানুন ও বিধি বিধান রহিয়াছে সেই সকল নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান ব্যাটালিয়নে সরবরাহকৃত অস্ত্র, গুলি, বারুদ ও গ্যাস সামগ্রীর ব্যাপারে প্রযোজ্য হইবে।

২৫। গোলাবারুদ হারানো।—(১) কোন ব্যাটালিয়নের কোন অস্ত্র বা গোলাবারুদ হারানো হইলে বা খোয়া গেলে অধিনায়ক তৎসম্পর্কে যতশীঘ্র সম্ভব একটি বিস্তারিত রিপোর্ট মহা-পুলিশ পরিদর্শকের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) মহা-পুলিশ পরিদর্শক উক্ত রিপোর্টের উপর সমরাস্ত্র কমিটির মতামত গ্রহণ করিবেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে পি, আর, বি, বি (প্রথম খণ্ডের) বিধি-৯৯৪(ই) মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৬। পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি।—(১) কর্মকর্তা এবং সশস্ত্র পুলিশ সদস্যদের পোষাক পরিচ্ছেদের নমুনা এবং মান পুলিশ কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যদের পোষাক পরিচ্ছেদের নমুনা ও মানের মত হইবে।

(২) কোন কর্মকর্তা কিংবা সশস্ত্র পুলিশ সদস্য বাহিনীর চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইলে, অব্যাহতি পাইলে বা অবসর গ্রহণ করিলে তিনি তাহার পোষাক পরিচ্ছেদ মহা-পুলিশ পরিদর্শকের মনোনীত কর্মকর্তার নিকট তৎকর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী জমা করিবেন।

(৩) পোষাক-পরিচ্ছদ ও কীট সামগ্রী সম্পর্কীয় বিষয়ে পুলিশ কমকর্তা ও পুলিশ সদস্যদের প্রতি প্রযোজ্য বিধি-বিধান কর্মকর্তা ও সশস্ত্র পুলিশ সদস্যদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হইবে।

২৭। কমিটি।—(১) পোষাক পরিচ্ছদ কমিটি, যানবাহন কমিটি ও বেতার যন্ত্র কমিটি নামে প্রত্যেক ব্যাটালিয়নে একটি করিয়া কমিটি থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রত্যেক কমিটি ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক কর্তৃক মনোনীত অনধিক তিন জন কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) পোষাক-পরিচ্ছদ কমিটি, যানবাহন কমিটি ও বেতার কমিটি যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যাটালিয়নের পোষাক পরিচ্ছদ, যানবাহন ও বেতার যন্ত্রের সার্বিক দায়িত্বে থাকিবেন এবং এতদবিষয়ে অধিনায়ক কর্তৃক প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশ বাস্তবায়ন করিবে।

২৮। ড্রিল, বন্দুক চালনা এবং সাংকেতিকতা।—বাহিনীর সদস্যদিগকে যতদূর সম্ভব বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর মান অনুযায়ী ড্রিল, বন্দুক চালনা এবং সাংকেতিকতা প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে।

২৯। ড্রিল, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির কর্মসূচী।—(১) বাহিনীর সদস্যদের জন্য পি, আর,বি, বিধি ৬৮৪ (১ম খণ্ড) মোতাবেক খেলাধূলা সহ ড্রিল ও প্রশিক্ষণের সাপ্তাহিক কর্মসূচী এবং নির্দেশমূলক এবং অন্যান্য বক্তব্য প্রদানের কর্মসূচী প্রণয়ন করিতে হইবে।

(২) রক্ষণাবেক্ষণ দিবস হিসাবে বৃহস্পতিবারে সকল সরকারী মালামাল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হইবে।

(৩) শুক্রবার কিংবা কোন সরকারী ছুটির দিনে ড্রিল কিংবা প্যারেড অনুষ্ঠিত হইবে না এবং ঐ দিনে ব্যক্তিগত মালামাল এর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করা হইবে।

(৪) বাহিরে ড্রিল এবং প্রশিক্ষণের মহড়ার পূর্বে বিভিন্ন বিষয়ে অস্ত্র-শস্ত্রের উপর বিশদ জ্ঞান অর্জনের ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ইত্যাদির উপর ক্লাস কক্ষে ভাষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) সমতল ভূমিতে নৈশকালীন রুট মার্চ এবং পার্বত্য অঞ্চলে কুস-কান্ট্রি চলাচলের অনুশীলন করা হইবে।

(৬) বাৎসরিক ক্যাম্প ট্রেনিং, ঝালাই, প্রশিক্ষণ, নবায়ন প্রশিক্ষণ, মবিলাইজেশন ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পুলিশ রেগুলেশন ও পুলিশের জন্য জারীকৃত নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

(৭) প্রত্যেক তিন মাস অন্তর নিম্নোক্তভাবে কর্মকর্তা ও সশস্ত্র পুলিশ সদস্যগণের শারীরিক যোগ্যতা যাচাই করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) ১৮ মিনিটের মধ্যে ২ মাইল দৌড় সম্পন্ন করা;

(খ) ১½ ঘন্টায় ৯ মাইল দৌড় সম্পন্ন করা।

(৮) কর্মকর্তা এবং সশস্ত্র পুলিশ সদস্যগণকে ষ্টীল হেলমেট, অস্ত্র, গোলাবারুদ, পানিসহ পানির বোতল এবং অধিনায়ক কর্তৃক নির্দেশিত প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিষপত্র-সহ পুর্ণাংগ পোষাকে উক্ত দৌড় সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৯) উক্ত দৌড়ে অকৃতকার্যদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে ও বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে উহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩০। প্যারেড হইতে অব্যাহতি।—প্যারেড পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন সশস্ত্র পুলিশ সদস্যকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্যারেড হইতে অব্যাহতি দেওয়া সমীচীন তাহা হইলে তিনি তাহাকে প্যারেড হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

৩১। বাৎসরিক অস্ত্র চালনা অনুশীলন।—(১) প্রত্যেক কর্মকর্তা এবং সশস্ত্র পুলিশ সদস্যকে বাৎসরিক গুলি নিক্ষেপ অনুশীলন করিতে হইবে।

(২) বাৎসরিক গুলি নিক্ষেপ অনুশীলনে সশস্ত্র পুলিশ সদস্যদের দক্ষতা যাচাই করা হইবে।

(৩) প্রত্যেক সদস্য তাঁহার নিজ নামে ইস্যুকৃত অস্ত্র দ্বারা গুলি নিক্ষেপ করিবেন এবং রাইফেলের জিরোয়িনং নিশ্চিত করিবেন।

৩২। ছুটি।—(১) ১৯৫৯ সালের নির্ধারিত ছুটি বিধি মোতাবেক কর্মকর্তা এবং সশস্ত্র পুলিশ সদস্যগণ যথাসম্ভব আবেদেনের ক্রমানুসারে অর্জিত ছুটি, বিনোদন ছুটি, সাময়িক ছুটি এবং হাসপাতাল ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন।

(২) বাহিনীর সদস্যদের ছুটি মঞ্জুরীর ব্যাপারে পুলিশ রেগুলেশনের ১ম খণ্ডের বিধি-৮০৮ হইতে ৮৩৩ এবং বিভিন্ন সময়ে এতদবিষয়ে জারীকৃত সরকারী নির্দেশাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৩) অধিনায়ক অর্জিত ছুটি প্রদানের বিষয়ে একটি বাৎসরিক নামচা প্রণয়ন করিবেন যাহাতে প্রতি সদস্যকে পর্যায়ক্রমে একবার অর্জিত ছুটি (একমাস) ভোগ করার সুযোগ দেওয়া যায়।

(৪) ছুটিতে অবস্থানকারীর সংখ্যা ২০% এর মধ্যে রাখিতে হইবে।

৩৩। আদালত পদ্ধতি।—(১) সেকশন ৮ বা সেকশন ৯ এর অধীন বিচারার্থ গ্রহণ করা হইয়াছে এমন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া আদালতের নিকট তৎকর্তৃক নির্দিষ্টকৃত তারিখের মধ্যে হাজির করানোর জন্য যে কর্মকর্তার অধীন উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি চাকুরীতে আছেন সেই কর্মকর্তাকে আদালত নির্দেশ দিবে।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের সময় তাহাকে দেওয়ার জন্য আদালত অভিযোগের একটি অনুলিপি অথবা যে অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা হইয়াছে তৎসম্পর্কিত একটি আদেশ সংশ্লিষ্ট ব্যাটালিয়নের অধিনায়কের নিকট পাঠাইবেন।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করানো হইলে আদালত, তৎকর্তৃক যাহা সমীচীন বিবেচিত হয় সেই পরিমাণ অর্থের জামীনে তাহাকে মুক্তি দিতে পারিবে বা কোয়ার্টার গার্ডে বা তাহার চাকুরীর স্থানে তাহাকে আটক রাখার আদেশ দিতে পারিবে।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তি সংগত সময় প্রদান করিয়া আদালত মামলার বিচারের তারিখ নির্ধারণ করিবে।

(৫) মামলার শুনানী একটানা চলিতে থাকিবে এবং মামলার বিচারের স্বার্থে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় না হইলে আদালত মামলার শুনানী মুলতবী করিবে না।

(৬) আদালত অভিযুক্তকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পড়িয়া শুনাইবেন এবং উহা তাহার নিকট ব্যাখ্যা করিবেন।

(৭) যদি অভিযুক্ত দোষ স্বীকার করেন তাহা হইলে আদালত তৎক্ষণাৎ উহার রায় দিতে পারিবে বা ন্যায় বিচারের স্বার্থে সমীচীন বিবেচনা করিলে বিচারকার্য চালাইয়া যাইতে পারিবেন যেন অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করেন নাই।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অপরাধ স্বীকার না করেন, তাহা হইলে আদালত প্রথমে অভিযোগের সাক্ষ্য প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তৎপর অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের সাক্ষ্য প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৯) সাক্ষ্য প্রমাণাদির সমাপনান্তে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও তৎপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি হইতে উদ্ভূত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য নির্দেশ দিবে এবং তাহার ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে।

(১০) মামলার অভিযোগ ও সাক্ষ্য এবং অভিযোগের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য এবং সাক্ষ্য সমাপ্ত হওয়ার পর আদালত উভয় পক্ষের যুক্তি শুনিবে এবং এইসব কিছু বিবেচনা করিয়া তৎকর্তৃক নির্ধারিত দিনে মামলার রায় দিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মামলার শুনানীর সাত দিনের মধ্যে রায় দিতে হইবে।

৩৪। বিভাগীয় মামলা।—(১) সেকশন ১০(১)এ উল্লিখিত ক্লজ (এ) হইতে (আই) পর্যন্ত শাস্তিগুলি গুরুদণ্ড এবং ক্লজ (জে) হইতে (কে) পর্যন্ত শাস্তিগুলি লঘুদণ্ড হইবে।

(২) বাহিনীতে কর্মরত অধঃস্তন কর্মকর্তা ও সশস্ত্র পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে পুলিশ রেগুলেশন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

৩৫। লঘু দণ্ড প্রদান পদ্ধতি।—যে ক্ষেত্রে পত্রে কর্তৃপক্ষ এই অভিমত পোষণ করে যে, কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তাহাকে লঘু দণ্ড প্রদান করা যাইবে সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পড়িয়া শুনাইবে এবং তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব ও ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিবে এবং উক্ত ব্যাখ্যা বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ তাহাকে যে কোন লঘু দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে।

৩৬। গুরুদণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।—(১) যে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গুরুদণ্ড আরোপ করার প্রয়োজন হইবে, সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবে এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবে এবং যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগ নামাটি প্রণীত হইয়াছে উহার বিবরণ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা অবহিত করার পর দশটি কার্যদিবসের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বিবৃতি পেশ করিতে এবং প্রস্তাবিত দণ্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে কারণ দর্শাইতে এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কি না তাহাও জানাইতে নির্দেশ দিবে।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বা কর্তৃপক্ষ নির্দেশ প্রদান করিলে, কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা, যিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির পদ মর্যাদার উপরের কর্মকর্তা হইবেন, অভিযোগের ব্যাপারে তদন্ত করিবেন এবং উহাতে মৌখিক স্বাক্ষরও গ্রহণ করা হইবে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত সাক্ষীদিগকে জেরা করিতে পারিবেন এবং তাহার প্রয়োজন হইলে এইরূপ সাক্ষীকে পুনরায় তলব করা হইবে।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন বিশেষ সাক্ষীকে তলব করিতে বা তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে এবং সেক্ষেত্রে উহার কারণ তিনি লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিটি অভিযোগ আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করিয়া তাহার রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবে এবং উহার এক কপি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সরবরাহ করিতে হইবে।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত রিপোর্ট পাইবার পর কর্তৃপক্ষ উহা বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৭) কর্তৃপক্ষ যদি উপ-বিধি (৬) মোতাবেক গুরু দণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা হইলে প্রস্তাবিত দণ্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে সাতটি কার্য দিবসের মধ্যে কারণ দর্শাইবার জন্য কর্তৃপক্ষ তাহাকে নির্দেশ দিবে।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মগোপন করিলে বা তাহাকে যোগাযোগ করা দুরূহ হইলে অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি এমন আচরণের জন্য গুরু দণ্ড প্রদান করা হইয়াছে যে আচরণের জন্য ফৌজদারী আদালতেও তাহার শাস্তি হইয়াছে, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে এই ব ধর কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

৩৭। অবসর গ্রহণ, পেনশন ও ভাতাদি প্রসংগে।--সদস্যদের অবসর গ্রহণ, অবসর ভাতা, আনুতোষিক, অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি, ছুটির বেতন, কল্যাণ তহবিলের প্রদেয় ভাতা, যৌথ বীমা, জি, পি, ফাণ্ড ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদির ব্যাপারে পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের উপর প্রযোজ্য আইন, বিধি, নীতিমালা ও আদেশ প্রযোজ্য হইবে।

৩৮। অন্যান্য বিষয়।—এই বিধিমালায় উল্লেখ নাই কিংবা আলোচিত হয় নাই এইরূপ বিষয় সম্পর্কে পুলিশের ব্যাপারে প্রযোজ্য বিধি বিধান অনুসরণে করা হইবে, তবে তাহা আইনের ধারার সহিত অসংগতিপূর্ণ হইতে পারিবে না।

তফসিল

ক্রমিক নং।	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়স সীমা।	নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতা।
১	২	৩	৪	৫
১	অধিনায়ক (কমান্ডিং অফিসার)	..	পুলিশের পুলিশ সুপারের বদলীর মাধ্যমে।	
২	সহ-অধিনায়ক (সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড)	..	পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বদলীর মাধ্যমে।	
৩	কোম্পানী অধিনায়ক/কোয়ার্টার মাষ্টার/এ্যাডজুটেন্ট (কোম্পানী কমাণ্ডার)।	..	পুলিশের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ সুপার বা সহকারী পুলিশ সুপারের বদলীর মাধ্যমে।	
৪	কোম্পানী সহ অধিনায়ক/ ইন্সপেকটর এ্যাডজুটেন্ট।	..	পুলিশের ইন্সপেকটরের বদলীর মাধ্যমে বা প্লাটুন অধিনায়কের পদোন্নতির মাধ্যমে।	
৫	প্লাটুন অধিনায়ক	---	পুলিশের এস, আই, এর বদলীর মাধ্যমে বা সেকশন অধিনায়কের পদোন্নতির মাধ্যমে।	সেকশন অধিনায়ক পদে তিন (৩) বৎসরের চাকুরী।
৬	সেকশন অধিনায়ক	---	পুলিশের হাবিলদার পদের সদস্যদের মধ্য হইতে বদলীর মাধ্যমে অথবা নায়েক পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	নায়েক পদে চার (৪) বৎসরের চাকুরী।
৭	নায়েক	..	পুলিশের কনষ্টবল পদের সদস্যদের মধ্য হইতে বদলীর মাধ্যমে বা সমগ্র পুলিশ সদস্য-দের পদ হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে।	সশস্ত্র পুলিশ সদস্য পদে চার (৪) বৎসরের চাকুরী।

৮	সশস্ত্র পুলিশ সদস্য	১৬—২০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে অথবা পুলিশ কনষ্টবলের বদলীর মাধ্যমে।	(ক) ন্যূনতম এস, এস, সি, পাশ, (খ) উচ্চতা ৫′—৫″, ২″ সম্প্রসারণ সহ বুকের মাপ ৩২″, ও ওজন উচ্চতা অনুসারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবুল মোহসীন
যুগ্ম-সচিব।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
[খোন্দকার শাহ্‌ জামাল কবির, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্‌ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত]